তিনিই আল্লাহ

[ড. হুসামুদ্দীনের দ্বিতীয় জবাব]

প্রিয় আবুল হাকাম,

কেমন আছ? আশা করি ভালোই আছ। তবে আমার মনে হচ্ছে, তুমি এখনো এমন মহিমান্বিত সিজদা থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেছ, যে সিজদায় আত্মিক ও মানসিক কষ্টগুলো অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে। যে সিজদায় চিত্ত প্রশান্ত হয়। বক্ষ উন্মোচিত হয়। হৃদয় বৃষ্টির মতো স্বচ্ছ আর মেঘের মতো কোমল হয়। দেহ ও মন প্রজাপতির ন্যায় মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়ানোর স্বাদ পায়।

তুমি বলেছ—

> **আমি জানি, বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা আছেন; কিন্তু আমি এতটাই অহংকারী যে, তার ওপর কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না।**

বস্তুত তোমার অবস্থা হলো পলাতক গোলামের মতো। যে গোলাম মনিবের কাছ থেকে পালিয়েছে। পালিয়ে যেতে যেতে মনিবের রাজত্বেরও বাইরে চলে গেছে। কারণ, সে আর গোলাম থাকতে চায় না; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে জানে না যে, পলাতক গোলাম পালানোর পরও গোলামই থাকে। নিছক পালানোর কারণে মনিবের মালিকানা ও অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না।

অধিকন্তু মনিবের অনুগ্রহেই তার পক্ষে পালানো সম্ভবপর হয়েছে। কারণ, সদাজাগ্রত ও সর্বজ্ঞ মনিব চাইলেই তাকে শৃঙ্খলিত করে নিয়ে আসতে পারতেন! কিন্তু তিনি দয়াপরবশ হয়ে সেটা করেননি। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, জান্নাতেও একশ্রেণির মানুষকে এভাবে শৃঙ্খলিত অবস্থায় প্রবেশ করানো হবে।

আচ্ছা, আবুল হাকাম, তুমি কি নিজেকে ওই গোলামের মতো মনে কর? করলে করতে পার!

তবে আমি কিন্তু তোমাকে তার চেয়েও অধিক বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান মনে করি।

তুমি কি মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীটি পড়োনি—

نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَٰلَهُمْ تَبْدِيلًا

আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আবার আমি যখন ইচ্ছে করবো তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবো।[১]

আমি আর তুমি যতই অহংকার করি না কেন এবং যতই আস্ফালন করি না কেন প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলেই মহান আল্লাহর হাতে বন্দি গোলাম। তার অনুগ্রহ দাস। তিনি চাইলে তোমাকে এবং আমাদের সবাইকে প্রচণ্ড প্রতাপের সঙ্গে পাকড়াও করতে পারেন। কঠোর হস্তে শাস্তি প্রদান করতে পারেন।

কিন্তু তিনি পরম সহিষ্ণু ও অসীম ধৈর্যের আধার। তাই তুমি দূরে সরে থাকা সত্ত্বেও তিনি তোমাকে পাকড়াও করছেন না। তোমাকে শাস্তি দিচ্ছেন না; অধিকন্তু অহংকার প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তিনি তোমাকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখাচ্ছেন। তোমার কল্যাণ কামনা করছেন। এরপরও কেন তুমি দূরে সরে যেতে চাও? এরপরও কেন তুমি বলো না—'হে আমার রব, আমি আপনার সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করি!'

প্রথম পর্বে তোমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলেছি। তার অভূতপূর্ব সততা ও সত্যবাদিতা প্রমাণ করে দেখিয়েছি। সেই সঙ্গে এটাও নিশ্চিত

[১] সূরা দাহর, আয়াত : ২৮

করেছি যে, তিনি কখনো, কোনো অবস্থায়ই আল্লাহর ব্যাপারে কোনো মিথ্যে বলতে পারেন না। তিনি সর্বতোভাবেই সত্যবাদী। তার সত্যবাদিতা সর্বজনবিদিত।

এবার আমি তোমাকে এই রাসূলের রব সম্পর্কে জানাবো। তবে এসো! তোমাকে আমার রব, তোমার রব এবং সৃষ্টিকূলের রব সম্পর্কে জানাই। তার সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করাই।

তিনিই আল্লাহ

পরিচয়ের কথা বলে মনে হয়, বিপদেই পড়লাম আমি। তোমার কি মনে হয় যে, আমি তোমাকে আল্লাহ সম্পর্কে সম্যক একটি ধারণা দিতে পারবো? তাঁর প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরতে পারবো? কিংবা অন্তত তাঁর সম্পর্কে যথেষ্ট বলতে পারবো?

বস্তুত আমরা তাঁর প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরতে অক্ষম। তাঁর যথোপযুক্ত গুণকীর্তন করতে অপারগ। একারণে আমি মহান আল্লাহর বিশাল সৃষ্টিজগৎ থেকে অল্প কিছু সৃষ্টির কথা উল্লেখ করবো—এই সৃষ্টিগুলোই তাদের সৃষ্টিকর্তা-মহান আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরবে। আমাকে এবং তোমাকে আশ্বস্ত করবে। এভাবে আমি সৃষ্টজগতের উপর তাঁর স্রষ্টার পরিচয় প্রদানের গুরুভার আরোপ করে দায়িত্বমুক্ত হবো। অবশ্য আমি পূর্বেই বলে নিয়েছি যে, আমরা তাঁর প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরতে অক্ষম। তাঁর যথোপযুক্ত গুণকীর্তন করতে অপারগ। কেননা, তাঁর সম্পর্কে বলে শেষ করা যাবে না...

কী দিয়ে শুরু করবো?

সুদূরে আসমান-জমিনে চিন্তাকে প্রসারিত না করে, চলো আমরা একান্ত কাছের বস্তু—নিজের দিকে ফিরে তাকাই! তোমারই দেহের অন্দরে উঁকি দিই! তুমি কি জানো, তোমার শরীরের ভেতরেই অনেকগুলো নিরোধক কপাটিকা আর হরেক রকমের নিশ্ছিদ্র সেফটি ভাল্‌ভ আছে? এসো, তোমাকে এই সেফটি ভাল্‌ভ সম্পর্কে ধারণা দিই।

কোত্থেকে শুরু করবো?

আমি কি ওই ভাল্‌ভ বা কপাটিকা থেকে শুরু করবো—যে ভাল্‌ভ খাওয়ার সময় খাদ্যকে শ্বাসতন্ত্রে না-নিয়ে বরং খাদ্যনালীতে প্রবিষ্ট করে?[১] এখানে দশটিরও

[১] আলজিহবা (Epiglottis) বলে একে। খাবার গেলার সময় এই আলজিহবা আমাদের শ্বাসনালীর ছিদ্র ঢেকে রাখে।

অধিক পেশি কাজ করে। তুমি কি এগুলোর নাম জানো? এগুলোর কাজের ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখো?![১]

তুমি এগুলো সম্পর্কে কিছুই জানো না। এগুলোর কাজের ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখো না। তবে তোমার অবচেতনে এগুলো ঠিকই কাজ করে।

এই পেশিগুলো সংকুচিত হলে শ্বাসনালী উঠে গিয়ে বন্ধ হয়ে যায়[২], আর নাসাপথের পশ্চাদপথ বন্ধ হয়ে যায়[৩]; ফলে খাদ্য নাকে চলে যায় না; আবার শ্বাসনালীতেও প্রবেশ করতে পারে না। এ কারণে বাধ্য হয়ে শুধুমাত্র খাদ্যনালী দিয়েই খাদ্য প্রবেশ করে।

সুতরাং যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমার দেহকে সুগঠিত করেছেন তার শপথ করে বলছি, বলো তো! এগুলো কে সৃষ্টি করেছে?

এখন তোমাকে আরেকটি সেফটি ভাল্‌ভের কথা বলি—

মানবদেহে বিশেষ একটি ভাল্‌ভ আছে। এই 'ভাল্‌ভটি' মানুষের অনিচ্ছায় তার দেহ থেকে বর্জ্য বের হতে বাধা দেয়। মলদ্বার রুদ্ধ রাখে। এই ভাল্‌ভ-

---

[১] পেশিগুলোর নাম এবং কাজের ধরন ও প্রকৃতি জেনে নিন :

- মুখ বন্ধ রাখে Orbicularis oris- Buccinator
- চোয়ালকে উপরে ধরে রাখে Temporalis-Masseter-Medial & Lateral Pterygoid
- হিবাকে উলটে দেয় Superior & inferior longitudinals- Transversus- Verticalis
- হিবাকে নিচে টেনে ধরে Hypoglossu- Genioglossus- Styloglossus- Palatoglossus
- হাইওয়েড হাড়কে উঠানামা করায় Geniohyoid- Mylohyoid- Anterior & posterior belly of Digastric- Styohyoid- Omohyoid
- থাইরয়েড হাড়কে ওঠানামা করায় Thyrohyoid- Sternohyoid- Sternothyroid
- মুখের তালু ওঠানামা করায় Tensor veli palatine- Levator veli palatine- Palatoglossus-
- আলজিহবা নড়াচড়া করায় uvular- Thyroepiglottic
- চাপ দিয়ে খাবার যাওয়ার পথ করে দেয় Thyroarytenoid- Transverse arytenoid- Oblique arytenoid- Lateral & Posterior cricoarytenoid- Interarytenoid- Aryepiglottic
- খাবার টেনে নামায় Cricopharyngeus- Stylopharyngeus- Palatopharyngeus- Salpingopharyngeus- Superior, Middle & inferior pharyngeal constrictors

[২] Uvular- Thyroepiglottic- Aryepiglottic মিলে এটা করে।

[৩] Superior pharyngeal constrictor- Palatopharyngeus- Palatoglossus- Levator veli palatine মিলে কাজটা করে।

এর দুটি অংশ রয়েছে। একটি অভ্যন্তরীণ নিরোধক[১], অপরটি বহির্নিরোধক[২]। অভ্যন্তরীণটি আবার অনৈচ্ছিক। এটি এর নিচের নালীটিকে ফাঁকা রাখে, যাতে ঐচ্ছিক বহির্নিরোধকটি দীর্ঘ কাজে ক্লান্ত না হয়; বায়ু জমে গিয়ে মানুষের অনিচ্ছায় বায়ু বা বর্জ্য বের না হয়ে যায়!

বহির্নিরোধক অংশটি নিয়ে এখনো বিজ্ঞানীরা বিভ্রান্তিতে আছে। কেউ বলেন, এটি মূলত একটি পেশি। কেউ বলেন একাধিক। এখন আবার কেউ কেউ বলছেন, এটি তিনটি পেশির সমন্বয়ে গঠিত। এটি সংকুচিত হয়ে পৌষ্টিকতন্ত্রকে সমকোণে রাখে। ফলে মানুষের অনিচ্ছায় কোনো কিছু বের হতে পারে না।

শুধু কি তাই?

এই 'ভাল্‌ভ'টির মধ্যে মানবদেহের অভ্যন্তরীণ পদার্থের ধরন ও প্রকৃতি নির্ণয়ের এবং প্রাকৃতিক উপায়ে মানুষকে সেসম্পর্কে সংকেত প্রদান করার অসামান্য যোগ্যতা রয়েছে। এরই সাহায্যে মানুষ স্পষ্টত অনুভব করতে পারে যে—অভ্যন্তরীণ পদার্থটি বায়বীয়, তরল, নাকি কঠিন। সে যদি অনুভব করে যে, পদার্থটি বায়বীয় তাহলে সেই অনুপাতে নিঃসরণ করে। আর যদি অনুভব করে পদার্থটি কঠিন তাহলে তার উপযোগী ভিন্ন উপায় গ্রহণ করে। কথা বাড়ানোর কিছু নেই। বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য তো সামান্য ইশারাই যথেষ্ট।

আচ্ছা, আবুল হাকাম, একবার ভেবে দেখো তো, যদি মানুষ মলাশয়ে বায়ু অতিক্রম করছে মনে করে সে অনুযায়ী কাজ করার পর হঠাৎ দেখল, যে তা ছিল কঠিন পদার্থ তাহলে কী অবস্থা হতো? মানুষের সম্মান-সম্ভ্রম আদৌ কি বজায় থাকত?

এবার আরেকটু গভীরে গিয়ে চিন্তা করো তো, যদি এই ভালভটিই না থাকত তাহলে কী হতো? মানুষ কি তখন সভ্যতার বড়াই করতে পারত?

এবার আরেকটি 'ভাল্‌ভের' কথা শোনো—

---

[১] Internal Anal Sphincter

[২] External Anal Sphincter

মানুষের যকৃত থেকে নিঃসৃত পিত্তরস পিত্তনালির মাধ্যমে পিত্তথলিতে যায় এবং সেখানে জমা থাকে। যখন অন্ত্রে খাদ্য প্রবেশ করে তখন পিত্তথলিতে স্নায়ুবিক ও হরমোনিক কিছু সিগন্যাল আসে এবং তা সংকুচিত হয়, ফলে জমে থাকা তরল অন্ত্রে যায়।

পিত্তথলি সংলগ্ন নালিতে (Cystic Duct) তরল পদার্থ দু'দিকেই চলাফেরা করে। এটিই তোমার দেহের একমাত্র নালি, যেখানে তরল দু'দিকেই চলাচল করে!

এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নালিটির 'ভাল্‌ভ' দেখতে কেমন? এই 'ভাল্‌ভ'টির আকৃতি—প্যাঁচানো। এ-প্যাঁচানো (spiral) আকৃতির কারণে তরল দু'দিকেই চলাচল করতে পারে।

যিনি তোমাকে দুটি চোখ, একটি জিহ্বা আর দুটি ঠোঁট দিয়েছেন, তার শপথ করে বলছি, এটা কে সৃষ্টি করেছেন?

এখন তোমাকে আরেকটা ভাল্‌ভের সন্ধান দেবো—

এটি হলো হৃৎপিণ্ডের ভাল্‌ভ। তুমি কি হৃৎপিণ্ডের ভাল্‌ভ বা কপাটিকা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানো? এর বিবরণ তো অনেক দীর্ঘ। এর আকৃতি কেমন, এর নড়াচড়া কেমন, এগুলো কীভাবে বন্ধ হয়, কীভাবে সমন্বিতভাবে কাজ করে? অনেকে এ সম্পর্কে কিছুই জানেই না। তবু এগুলো কাজ করে। মানুষের অবচেতনেই কাজ করে চলে!

এগুলোর বর্ণনাই কি যথেষ্ট নয়; না তোমাকে আরও কিছু বলতে হবে?

তবে শোনো—

ডিওডেনাম বা গ্রহণী

ডিওডেনামে যে ভাল্‌ভ আছে তা পিত্তরসের অন্ত্রে প্রবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে (Ampulla Of Vater), যার মাধ্যমে হজম বা পরিপাক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এ ভাল্‌ভটি নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে এখনো। কেউ বলেছে, এর একটিমাত্র অংশ। কেউ বলে, তিনটি। আবার কেউ কেউ বলে, চারটি।

কে এই মহান স্রষ্টা, যার সৃষ্টিকুশলতা মানুষকে হতবুদ্ধ করে দেয়?

আমার সাথে তুমিও বলো—

> **এটি মহান আল্লাহর সৃষ্টিকুশলতা, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত। তোমরা যা কিছু করছ, সে সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবগত।**

ভাল্ভ সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করছি। কেননা, এগুলো অজস্র ও অসংখ্য। আচ্ছা, আবুল হাকাম, এখন বলো তো, নাস্তিকদের এ ক্ষেত্রে কী যুক্তি ও ব্যাখ্যা থাকতে পারে? তারা এক্ষেত্রে এমন অসমর্থিত যুক্তি ও ব্যাখ্যা দাঁড় করাবে—যেগুলো প্রকাশ করার চেয়ে নিশ্চুপ থাকা অধিক নিরাপদ ও সম্মানজনক। তারা তোমাকে বলবে যে, 'সবকিছু নিজে নিজেই হয়ে গেছে', 'সবই প্রকৃতির সৃষ্টি' 'অসার সমাপতনেই সৃষ্টির মূল কারণ' ইত্যাদি। তুমি তাদের এধরনের অসার কথার ফাঁদে না-পড়ে বরং শাশ্বত সত্য ও প্রতিষ্ঠিত বাণীর শরণাপন্ন হও...

ইসলামী ব্যাখ্যা :

قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ

আপনি বলুন, আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তিনিই আবার এর পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন।[১]

আচ্ছা, আবুল হাকাম, তুমি যদি একবার বলো—

> **'আমি আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম' এরপর এই কথার ওপর অবিচল থাকো; এর দাবীগুলো আদায় করো—তবে তোমার সমস্যা কোথায়? ভয় কীসের? সাহস করে অন্তত একবার বলেই দেখো!**

নাস্তিকদের ব্যাখ্যা :

'যৌক্তিক কোনো ব্যাখ্যা নেই!'

---

[১] সূরা ইউনুস, আয়াত : ৩৪

এবার চলো আমরা বিষয়ের আরও গভীরে প্রবেশ করি...

মহান আল্লাহই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির পর আমাদের ওপর বেশকিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। একেবারে দায়িত্বহীন ছেড়ে দেননি; অধিকন্তু এই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি আমাদেরকে পর্যাপ্ত যোগ্যতা দিয়েছেন। অসংখ্য নিয়ামতরাজিতে আচ্ছাদিত করে রেখেছেন। মৃত্যুর পর এই নিয়ামত সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন। কোন নিয়ামতের কেমন শুকরিয়া আদায় করেছি—তা জানতে চাইবেন। সেদিন কোনো কিছুই গোপন করার সুযোগ থাকবে না। কেউ গোপন করতে চাইলেও পারবে না। কারণ, আল্লাহর অনুগ্রহপুষ্ট এই দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই সেদিন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। আমাদের কপটতা প্রকাশ করে দেবে।

নির্বোধরা এই মহা সত্যকে অস্বীকার করে। তারা মনে করে, করুণার আধার মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেননি। কিংবা সৃষ্টি করলেও তিনি আমাদেরকে বিশেষ কোনো দায়িত্ব প্রদান করেননি। আমাদের দায়িত্বও গ্রহণ করেননি।

তাদের এই ধারণা অবান্তর। করুণার আধার মহান আল্লাহ অনাদি কাল থেকে আছেন। অনন্তকালেও থাকবেন। মহাপ্রলয়ের পরও তিনি আমাদেরকে নিয়ামতরাজি দিয়ে আচ্ছাদিত করে রাখবেন।

এই মহান সত্তার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন কিয়ামত ও মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তোমাকে মুসলিম হিসেবে কবুল করেন! তোমাকে ঈমানময় সুন্দর একটি মৃত্যু দান করেন।

প্রিয় আবুল হাকাম, এই মহান সত্তাই তোমার কল্যাণ চিন্তা করে (আপন দয়াগুণে) তোমার দেহের ভালভ্ বা কপাটিকাগুলো পরিচালনা করেন। তোমাকে দানবীয় শক্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঐশ্বরিক নিরাপত্তা প্রদান করেন। তোমার অগ্র-পশ্চাতে হিফাযতের ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। তিনিই কি আবার তোমার ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতির জন্য রিসালাতের মিথ্যে দাবীদারকে সুযোগ করে দেবেন? তার মাধ্যমে তোমাকে প্রতারিত করার ব্যবস্থা করবেন? তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না? তার মিথ্যে প্রকাশ করে তাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন না? এটাও কি সম্ভব, আবুল হাকাম!

তুমি লক্ষ করলে দেখবে যে, মিথ্যে দাবীদাররা সবসময়ই স্ববিরোধিতায় লিপ্ত হয়। তাদের কথায় মিথ্যের আলামত সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে। তাদের ক্ষেত্রে এটাই আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান। এই তত্ত্বের সত্যতা অনুধাবনের জন্য তুমি মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর প্রতি লক্ষ্য করতে পারো। সে নবুওয়াতের মিথ্যে দাবী করেছিল। জীবদ্দশায় আল্লাহ তাকে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। এমনকি তার মৃত্যুও হয়েছিল চরম লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে।

মির্জা কাদিয়ানী তো ভৌগলিক বিচারে তোমার থেকে অনেক দূরে। সুতরাং তার উদাহরণ বুঝতে কষ্ট হলে তুমি তোমার প্রতিবেশী খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ করতে পারো। তারা যখন আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত করেছিল তখনো আল্লাহ তাদেরকে অপদস্থ করেছিলেন। তাদের বিকৃতির স্বরূপ উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন। তাদেরকে স্ববিরোধী তথ্যের জালে আবদ্ধ করে ফেলেছিলেন। ফলে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছিল যে, তারা জোড়াতালি দিতে গিয়ে ছিদ্রকে আরও বড় করে তুলেছিল।

বস্তুত এটিই মহান আল্লাহ ও আমাদের প্রিয় রবের চিরায়ত নীতি। তিনিই আপন দয়াগুণে তোমার ও তোমার মতো অন্যান্য মানুষের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতির জন্য কোনো মিথ্যুককে ছাড় দেন না। তার নামে মিথ্যাচার করার সুযোগ দেন না; বরং দ্রুততম সময়ের মধ্যে তার মিথ্যে প্রকাশ করে দেন। তাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন।

অধিকন্তু মহাপ্রজ্ঞাবান স্রষ্টা মানুষকে অসত্যের অসারতা, স্ববিরোধিতা এবং তার লজ্জাজনক পরিণতি অনুধাবনের সহজাত যোগ্যতা ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টাপ্রদত্ত এই বিবেকের কিয়দাংশ কাজে লাগালেই ব্যাপারটি তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এই সত্য অনুধাবনের পর তোমাকে একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ কেবল তোমার জাগতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি তোমার ধর্মীয় ও পরকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তবে এই নিরাপত্তালাভের জন্য তোমাকে অবশ্যই তার নির্দেশিত নিরাপত্তা-বেষ্টনীতে প্রবেশ করতে হবে।

এখন বিদগ্ধ নাস্তিককুলের নিকট আমার প্রশ্ন—

> **আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তার রবের ব্যাপারে মিথ্যাচার করে থাকেন তবে তার ক্ষেত্রে কেন এমন অপমানজনক ঘটনা ঘটল না? কেন তার কোনো ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে প্রমাণিত হলো না?**

প্রিয় আবুল হাকাম,

তোমাকে ইতোমধ্যেই এমন কিছু তথ্য ও ঘটনা জানিয়েছি, যার মাধ্যমে তুমি স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছ যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বোতভাবেই পরম সত্যবাদী ছিলেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে তোমাকে এটাও দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, কোনো মিথ্যেবাদী মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতায় তাঁর সমমানের হলে সে কী ভূমিকা পালন করত; অথবা প্রকৃতি তার সঙ্গে কী আচরণ করত?

তুমি যদি পূর্বোক্ত আলোচনা বুঝে থাক, তবে দিব্য চোখে দেখতে পাবে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণ ও উচ্চারণ মিথ্যেবাদীদের তাবৎ কর্মতৎপরতার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তিনি প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ছিলেন। সত্য ও ন্যায়ের অভিসারী ছিলেন।

আর এখন তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, যে-মহান স্রষ্টা আপন দয়াগুণে তোমার শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন তিনি কোনো যুক্তিতেই তোমার ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতির জন্য কোনো মিথ্যুককে ছাড় দিতে পারেন না। তার নামে মিথ্যাচার করার সুযোগ দিতে পারেন না; বরং কেউ এমন করলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তার মিথ্যে প্রকাশ করে দেন। তাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেন। এটিই আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম। তিনি কখনো এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন না।

নবুওয়তের মিথ্যেদাবীদার মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ও মুসাইলামাতুল কায়যাব, আসমানী কিতাব বিকৃতকারী ইহুদী-খ্রিস্টান ও আরও যারা আল্লাহর নামে মিথ্যারোপ করেছে তাদের পরিণতি চিন্তা করলেই বিষয়টি তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তুমি তখন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করবে যে, মিথ্যে তাদের নামের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশে পরিণত হয়েছে। যথাসময়ে তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ পেয়ে গেছে এবং তাদের সবার ভাগ্যে লজ্জাজনক পরিণতি নেমে এসেছে।

প্রিয় আবুল হাকাম, তোমাকে আগে যা বলেছি এবং এখন যা বললাম, তুমি এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করলে দেখবে যে, এক্ষেত্রে নাস্তিকদের গ্রহণযোগ্য কোনো যুক্তি বা বক্তব্য নেই। তারা কেবলই নীরবতা পালন করছে। যদি তারা এই নীরবতা ভঙ্গ করে এবং কথা বলে ওঠে তবে নিশ্চিতরূপে জেনে রাখো যে, তাদের শ্রবণেন্দ্রীয় থাকলেও প্রকৃতিগতভাবে তারা বধির। এরপরও যদি তার দৈবগুণে শুনতে পায় বলে দাবী করে তবে বিশ্বাস করো যে, তারা অর্বাচীন। মানসিক প্রতিবন্ধী। এটিই তাদের প্রকৃত অবস্থা। তারা ধ্বংসোন্মুখ খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে; বরং তারা ইতোমধ্যেই ওই খাদে নিপতিত হয়েছে।

কিন্তু আবুল হাকাম, সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মিথ্যুকদের ভাগ্যে যেসকল লজ্জা ও লাঞ্ছনাকর পরিণতি নেমে এসেছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে কিন্তু তার কিছুই ঘটেনি।

বরং উত্তরোত্তর তার উন্নতি হয়েছে। গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ পদে পদে তাকে সাহায্য করেছেন। অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে তাকে সমর্থন যুগিয়েছেন।

হ্যাঁ, তোমার স্রষ্টার শপথ করে বলছি, স্রষ্টা তাকে সাহায্য করেছেন। অলৌকিক উপাদান ও প্রমাণ দ্বারা তাকে সমর্থন যুগিয়েছেন। এই সমর্থন কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই প্রমাণ কোনো লৌকিক প্রমাণ ছিল না। তুমি যদি কেবল মুহাম্মাদের প্রতি তার স্রষ্টার সাহায্য ও সমর্থনের এই অলৌকিক ধরন ও উপায়গুলো নিয়ে চিন্তা করো, তাহলেই বুঝতে পারবে যে, তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য রাসূল ছিলেন। সত্য ও ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক ছিলেন।

আল্লাহ চাইলে এ ব্যাপারে সামনে আরও কথা হবে। ইন শা আল্লাহ।

[আবুল হাকামের উত্তর]

শ্রদ্ধেয় হুসামুদ্দীন হামিদ,

আপনার সুন্দর ভাষা, প্রাঞ্জল উপস্থাপনা ও উপুর্যপরি রেফারেন্সে আমি হতবুদ্ধ হয়ে গেছি। প্রশংসার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি।

গতকালই আমি প্রথমবারের মতো মৃত্যুর কথা স্মরণ করেছি। গতকালই আমি প্রথমবারের মতো মৃত্যু নিয়ে ভেবেছি। অবশ্য গতকালের পূর্বেই আমি একাধিকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে গিয়ে ফিরে এসেছি; কিন্তু কখনোই মৃত্যু নিয়ে কিছু ভাবিনি। চিন্তা বা দুশ্চিন্তায় ভুগিনি। গতকালই প্রথমবারের মতো এমনটি ঘটেছে। মৃত্যুভয়ে ভেতরটা মুষড়ে পড়েছে। শ্রদ্ধেয় ভাইজান, সত্যি করে বলছি, এই প্রথমবারের মতো আমি মৃত্যুকে ভয় করছি। মৃত্যুর ভয় আমাকে অস্থির করে তুলছে।

আমি আপনাকে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শোনাতে চাচ্ছি। আশা করছি, অবগত সকলেই ঘটনাটি অনবগতদেরকে শোনানোর চেষ্টা করবেন। এতে সকলেই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে।[১]

এবার তবে মূল ঘটনাটি শুরু করি। বেশ কিছুদিন আগে আমি একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম।[২] তাকে ভীষণ ভালোবেসেছিলাম। আমার ভালোবাসায় কোনো পঙ্কিলতা ছিল না। মনে কোনো অন্যায় চিন্তা ছিল না। আমি তাকে বিয়ে করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম। বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিলাম।

কিন্তু সে অন্যের মাধ্যমে আমার প্রকৃত অবস্থা জেনে যায়। তার সামনে আমার নাস্তিকতা ও স্রষ্টা-বিমুখতা স্পষ্ট হয়ে যায়। একারণে সে দুই-দুইবার আমার প্রস্তাব নাকচ করে। আমাকে প্রত্যাখ্যান করে। এরপর তৃতীয়বার তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে সে স্পষ্ট ভাষায় বলে, 'তুমি মুসলিম হয়ে এলে তোমার ব্যাপারে চিন্তা করবো।'

শ্রদ্ধেয় হামিদ ভাই, এরপরও আমি ইসলাম গ্রহণ না করায় মেয়েটি আমাকে ছেড়ে চলে যায় এবং অন্যত্র বিয়ে করে। এই ঘটনার পর থেকে আমি গত প্রায় এক বছর যাবৎ ইসলাম নিয়ে ভাবছি; কিন্তু স্কুল ও ভার্সিটিতে ইসলাম সম্পর্কে যতটুকু জেনেছিলাম, এই একবছরে তার চেয়ে বেশি কিছু জানতে পারিনি।

---

[১] ভাই আমার, আমি কখনো ইসলাম নিয়ে ভাবিনি। কখনো আল্লাহর স্মরণে একরাকাত নামাযও পড়িনি। এমনকি একটি সিজদাও করিনি। আপনারা দৈনন্দিন জীবনে যে-সকল ইবাদত করে থাকেন আমি আমার দীর্ঘ জীবনে সে-সবের কিছুই করিনি।

[২] মেয়েটি পর্দা করত।

ইসলাম সম্পর্কে আমার এই অজ্ঞতা ও জ্ঞানস্বল্পতার প্রধান একটি কারণ এই যে, আমি খ্রিস্টান মিশনারী পরিচালিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছি; অধিকন্তু ইসলাম নিয়ে যখনই কিছু পড়তে বসেছি তখনই কোনো-না-কোনো ব্যস্ততা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং আমাকে যথারীতি পড়ার টেবিল ত্যাগ করে উঠে আসতে হয়েছে।

একারণে একপ্রকার অনন্যোপায় হয়েই এই সিদ্ধান্ত নিই যে, আমি যে-কোনো মূল্যে ইসলাম সম্পর্কে জানবো এবং একজন বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে সরাসরি জানবো। অন্যকোনো মাধ্যম গ্রহণ করবো না। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আজ আমি আপনাদের কাছে এসেছি। পরিচিত দীনদার ভাইদের কাছে এই ভয়ে যাইনি যে, তারা আমার প্রতি করুণা করবে। আমাকে নিয়ে উপহাস করবে।

শ্রদ্ধেয় হামিদ ভাই, এতবড় ভূমিকার অবতারণা করে আপনার সময় ক্ষেপণের জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। সেই সঙ্গে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি যে, অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে আপনি আমাকে সর্বাত্মক সাহায্য করবেন। আমার এখন আপনার সাহায্যের খুব প্রয়োজন। কারণ, আমি এখন সংশয়ের ঘোর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। সিদ্ধান্তহীনতার মানসিক যাতনা থেকে উদ্ধার পেতে চাই।

বিভিন্ন বইয়ে আমি পড়েছি যে, মুহাম্মাদ সাকুল্যে একজন দার্শনিক ছিলেন। তিনি প্রাচীন ধর্ম ও ইতিহাসগ্রন্থ সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। ইসলামের বেশ কিছু শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করার পর আমারও মনে হয়েছে যে—'ইসলামে নতুন কিছুই নেই; বরং তাতে কেবলই প্রাচীন ঐতিহাসিক উপজীব্যসমূহের পুনরুল্লেখ ঘটেছে।'

একটি উদাহরণের সাহায্যে আমি ব্যাপারটিকে আরেকটু স্পষ্ট করতে পারি। এরিস্টটল তাঁর 'লোগোস' সূত্রে বলেছেন, মানুষ এমন একটি মৌল উপাদান থেকে সৃষ্ট, যে উপাদানটি চার ভাগে বিভক্ত—আগুন, পানি, বায়ু ও মাটি। এরিস্টটলের মৃত্যুর পর মুহাম্মাদও ঠিক একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ পোড়ামাটি থেকে সৃষ্ট। আর বলাবাহুল্য যে, তার এই উক্তির মধ্যে পূর্ববর্তীদের কথারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কারণ, পোড়ামাটিও উল্লিখিত চারটি উপাদানের বিশেষ একটি উপাদান।

এথেকে বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মাদ বিশ্ববাসীকে নতুন কিছুই উপহার দিতে পারেননি। তিনি কেবলই ঐতিহাসিক শিক্ষা ও পূর্ববর্তীদের মতবাদের পুনরুক্তি করেছেন। নিছক কপি-পেস্ট করেছেন। অন্যদের মতো আমার মধ্যেও এই ধারণা

এখন বদ্ধমূল বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। আমি কিছুতেই এই বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না। কাজেই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আপনার কাছ থেকে এই প্রশ্নগুলোর সদুত্তর কামনা করছি।

প্রসন্নচিত্তে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আমি আপনাকে ওয়াদা দিচ্ছি যে, আপনার প্রতিটি কথা নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করবো। উন্মুখ হয়ে সেগুলো গ্রহণের চেষ্টা করবো।